

দিদির চিটি

দিদি তোমার ও দাদার ই-মেইল পেয়েছি। মুক্ত-মনা সভাসদে আমার হযবরল লেখা কি করে, কার করুণায় স্থান পায় ভেবে অবাক হই। আরো অবাক হলাম যখন দেখতে পেলাম আমি নিজেই এই সভাসদের এক কোণে দাঁড়িয়ে। কি আশ্চর্য। এমন দুর্বীর গতির, দুষ্ট মতির চঞ্চল ছেলেটির প্রবেশাধিকার নিশ্চয় ই কারো সৃজনপ্রীতির কারণ। জানো দিদি, আমার হাইস্কুল জীবনের প্রধান শিক্ষক শ্রী-----দেব কে একবার সৃজনপ্রীতি করতে দেখেছি। ১৯৭৫ সালের কথা। কুমিল্লা বোর্ড থেকে আনীত বাৎসরিক প্রশ্নপত্রের দুটো রচনার কোনটা ই আমার পছন্দ হয় নাই। স্যার বিষয়টা আঁচ করতে পারলেন। হঠাৎ ঘোষণা দিয়ে দিলেন ‘রচনা দুটোর সাথে **অথবা- What do you want to be?** লাগিয়ে দাও।’ স্যার জানতেন **Aim in life** আমার নথ-দর্পনে। ইংল্যান্ডে Youth and Community Development এর ফাইন্যাল ইয়ারে Practice স্টাডি করার সময়ে শ্রী-----দেব এর মত একজন শিক্ষক পেয়েছিলাম। ছাত্র জীবনে আমার প্রতি শিক্ষকদের স্নেহ ভালবাসা যেমন ছিল প্রচুর, কেন জানি পারিবারিক জীবনের ক্ষনে-ক্ষনে প্রকৃতি ছিল বড় নিষ্ঠুর।

আমার মা যখন মারা যান, আমার বয়স তখন ছিল তিন আর আমার বোনের বয়স এক। সৎ মায়ের ঘরে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে বড় হওয়া বোন হলো শরৎ চন্দ্রের পার্বতী আর আমার জীবন হলো মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝির মত। মেঝো ভাই যখন পাঠশালায় যেতেন, আমাকে আর আমার বোনকে কাঁধে করে সাথে নিয়ে যেতেন। ক্লাসে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম মেঝো ভাইয়ের কোলে। বাবার আর্থিক অসচ্ছলতা মেঝো ভাইকে বাধ্য করলো জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে। যাবার আগে শিশু দুটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে গেলেন। অর্থাৎ ৫ বছরের আমি আর ৩ বছরের বোনের গৃহ-চ্যুত। শিথিয়ে গেলেন পরের মা কে মা ডাকা শিখার প্রথম সবক। বই ছাড়া ই, **কচি-কথার** পাঠশালা পর্ব সাক্ষ হয় মেঝো ভাইয়ের কোলে। বাবার সাধ্য ছিল কিন্তু সাধ্য ছিলনা স্কুলে পড়বার। বাধ্য হয়ে মাদ্রাসায় পড়তে হয়েছে ১৬টি বৎসর। তারপর এক হৃদয়বানের কল্যাণে শুরু হয় স্কুল জীবন। সুষ্ট সতেজ অপ্রস্ফুটিত মুকুলটি হঠাৎ করে প্রভাতের আগেই সকলকে নয়ন জলে ভাসিয়ে স্কুলের আজিলা থেকে উধাও। রুক্ষ-কঠিন জীবন-পথে রুঢ় বাস্তবতার সাথে পরিচয় হয় সেই শিশুকালে যখন জীবন সম্মুখে কোন ধারণা ই ছিলনা। দেখা হয়েছে অনেক হৃদয়বান সত্যের সন্ধানী ভাল মানুষের সাথে, হয়েছে বহু হৃদয়হীন, সার্থান্বেশী অমানুষদের মুখো-মুখি। চাঁদের জোছনা, বাঁশঝাড়ে ঘুঘু পাখির ডাক, পুকুর পাড়ে কদম ফুলের গন্ধ,

নদীর কলতান, আম গাছে কোকিলের সুর, জাম গাছে দোয়েলের গান সব ই ছিল, ছিলনা শুধু মায়ের মমতা আর বাবার অর্থ। আর তাই চাঁদ নিয়ে কবিতা লিখার সুযোগ কোন দিন আসেনি। সুকান্তের চোখে চাঁদকে বারবার দেখেছি একটুকরো রুটি হিসেবে ই। প্রথম যখন বিলেত থেকে বাড়ি যাই, আমার সৎ মা তখন জীবনের শেষ প্রাশ্নে দাঁড়িয়ে। ল্যাগেজের চাবি টি মায়ের হাতে দিয়ে বললাম ‘এ সব ই তোমার জন্যে মা।’ বাহুতে আমাকে জড়িয়ে ধরে মা কেঁদে ফেলেন। প্রকৃতির কি আশ্চর্য সৃষ্টি এই মানব প্রজাতি, কি বিচিত্র তার মন। জীবনে কোন দিন যারে মালা দিতে পারেনি মরণে তাকে ফুল দিতে যায়। সেদিন মায়ের চোখের ভাষা পড়ে যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, আজ বহুদিন পর ৮ আগস্ট ২০০৪ আমাদের প্রতিবেশী পাড়া থেকে প্রেরিত একটি ই-মেইল পড়ে অবাক হলাম। সাইফুলকে বললাম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ একটি ই-মেইল পড়লাম। জাতি, ধর্ম-বর্ণ, মত-পথ ভুলে গিয়ে জাতির এই ক্রান্তি-লগ্নে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান। কে বলেছিলেন, আমরা বাঙ্গালী হয়েছি মানুষ হয়নি? এ সপ্তাহে আমাদের দুই পাড়ার বড় দুটি বৃক্ষের পাতায় একি শীতল সমীরণের দোলা লাগলো। ভাবতে ও ভাল লাগে। দিদি তুমি তো জানো, পাড়া-পড়শীর আঙ্গিনায় চোঁ না মারলে আমার ঘুম হয়না। সে জন্যে কারণে-অকারণে কতই না গাল-মন্দ শোনেছি, তবু ও বাড়ির পাশে আরশী নগরের আমার প্রতিবেশীকে কোনদিন পড়শী ভাবতে পারিনি। পড়শী ভাবিনি কিন্তু গাল-মন্দের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি। আর এই প্রতিবাদ অথবা নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে রক্ত-মাংশের গড়া মানুষ বিধায়, ক্রোধ, আবেগ, অনুভূতির তাড়নায় মাঝে-মাঝে নিজের অজ্ঞতায়, অজান্তে, অনিচ্ছায় ভুলে যাই, মেঝে ভাইয়ের মুখস্ত করানো মন্ত্রটি- ‘দেবো নাকো কোন দিন ব্যথা কারো মনে / হাসি আর খুশি দেবো সবার জীবনে’। আমি কতবার বলেছি- ‘ভাল করে চেয়ে দেখোতো আমায় চিনতে পারো কিনা’। তারা আমার দিকে তাকান একটি পর্দার আড়াল থেকে। বলেন- ‘লক্ষ-কোটি মানুষের শান্তনা এই পর্দা সরানো যাবেনা।’ কতবার ভেবেছি একদিন শেষ কথা জানিয়ে দেবো- ‘আর পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই-----।’ কিন্তু পারিনা। স্মরণ হয় মায়ের কথা। ভল্টেয়ার এসে গলা চেপে ধরেন- ‘দ্বি-মত পোষণ করতে পারবি কিন্তু পরমত শ্রদ্ধা করবি আজীবন।’ "I may disagree of what you say, but I will defend to the death your right to say it." দিদি আমার কথায় কি দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়? একটা ফারসী শের শোনাই। “তকব্বুর আজাজিল রা খারে কর্দ / বজিন্দানে লা-নত গেরেফতার কর্দ।” দাম্ভিকতার কারণে ইবলিস্ শয়তান সর্গচ্যুত হয়ে নরকে বন্দী হয়। ঐ কবে গুলিস্তান কি বুস্তান এ পড়েছিলাম আজ আর মনে নেই। ভাবতে ও অবাক লাগে এই বাংলাদেশে এখনো ফারসী শেখানো হয়। শয়তানটা বেটা না বেটি, দুঃখে না সুখে, সর্গে না নরকে আছে জানিনা, আর এ জনমে কোনো দিন আমি অধমের দু

চোখে তাকে দেখতে পাবো বলে ও মনে হয়না। সেদিন স্বপ্নযোগে দেখা হয়ে গেল বিধাতার সাথে। বললাম-

- Enough is enough. মানব সৃষ্টি বন্ধ করুন।
- কেন কেন?
- আপনার সৃষ্ট জীব মানবকে ভালবাসেন না?
- আলবত।
- আপনার চোখের সামনে এত গুলো মানুষকে শয়তান আঙনে নিয়ে পোড়াবে, আপনার দুঃখ হয়না? স্বর্গে বসে সৃষ্টি করবেন আপনি, নরকে নিয়ে ধ্বংস করবে সে, এ কেমন কথা? সন্তানের প্রতি একজন মায়ের চেয়ে মানুষের প্রতি আপনার ভালবাসা কি কম?
- মোটেই নয়, বরং হাজার, হাজার, হাজার, গুণ বেশী।
- তাইতো পড়েছি আপনার বই এ। একটা চিল মুরগীর কাছ থেকে মুরগীর বাচ্চা ছিনিয়ে নিতে পারেনা, বাঘ কেড়ে নিতে পারেনা একজন মায়ের কাছ থেকে তার সন্তান। আপনার দুর্বলতাটা কোথায় শুনি।
- আমি শুধু তাদের ই সাহায্য করি যারা আমার কাছে আসে, আর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি যারা আমার প্রতি বিমুখ হয়।
- হ্যাঁ, অতীতের প্রমাণ সহ তা ও বলেছেন বহুবার। সেদিন আপনার কাছে আর্জি জানাতে গিয়ে, আপনার ঘরের ঠিকানায় গিয়ে দেখি, বানে ভেসে গেছে আপনার ঘর মসজিদটি।
- রহমান (পরম দয়ালু) নামের পাশপাশি আমার আরেকটি নাম আছে কাহ্‌হার (চরম নির্ধুর)। ঐ নামের তজরবা মাঝে মাঝে দেখাতে হয়।
- নিজের ঘর ভেঙ্গে?

বিধাতা কথা বলেন না। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

দিদি, এতক্ষণ কষ্ট করে যখন এতটুকু পড়েই ফেলেছো আরো দুটো কথা বলে ফেলি। তুমি কি কোন দিন শুনেছো আমি কাউকে নর্দমার কীট বলেছি? আমি চাই মহাত্মা গান্ধীর কথা -‘নর্দমা খোঁজা যাদের স্তাব, ফুলের বাগান তাদের চোখে পড়েনা’ মিথ্যা প্রমানিত হউক। আমরা বাঙ্গালী। জাতীয় সার্থে মত-পথ ভুলে আমরা এক হতে পারি। আমরা নর্দমা খোঁজিনা, ফুলের বাগান তৈরী করি।

এ সপ্তাহে বেশ কয়েকজন সুন্দর মনের লেখকদের লেখা পড়ে খুব ই সচ্ছন্দ-বোধ করছিলাম। আর শেষের দিকে দুটো লেখা পড়ে মনটা বিগড়ে গেছে। দাদার নিষেধ আছে, মন বিগড়ানো কথা এখানে চলবেনা। কিন্তু তোমাকে

কথা গুলো শুনিয়ে রাখা ভাল। আমরা নাকি গোটা কয়েক মুসলমান নাম ধারী সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপে ইসলাম ধর্মকে দোষ দেই, আর অমুসলিমদের সন্ত্রাসে তাদের ধর্মকে টেনে আনি। পূর্বে হাজারবার এর উত্তর দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে শুধু বলে রাখি, এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সয়ং সন্ত্রাসী মুসলমানেরা। অমুসলমানরা যুদ্ধ করে ইহজাগতিক সার্থে, মুসলমানরা জিহাদ করে পরলৌকিক সার্থে। ধর্মীয় সার্থের কথা তারা ই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিশ্বকে জানিয়ে দেয়, আল্লাহকে খুশি রেখে সর্গে বখশিশ পাবার লক্ষে। কার সার্থ রক্ষার্থে সিনেমা হলে এত বোমা এত নিরপরাধ মানুষ খুন, কার জন্যে হুমায়ুন আযাদ কে হত্যার প্রচেষ্টা? জয় হনুমান বলে গলা কাটার দৃশ্য টেলিভিশন, সি-ডি, ভিডি, ও তে কেউ কখনো দেখেছে? আল্লাহু-আকবার ধ্বনিতে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে মানুষ জবেহ করার দৃশ্য সম্বলিত ভিডি,ও ক্যাসেট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

দাবী করা হচ্ছে ইসলাম যদি ভাল না লাগে, মুসলমানি নামটা ফেরত দিতে। বোকা কি আর গাছে ধরে? আমার নামটি কি কারো---সম্পত্তি? বেটা তারেক আজিজের ভাগ্য ভাল ইরাকে জন্মে ছিলেন।

এদিকে এক অন্ধ শিকারী এক টিলে দুই পাখি শিকার করছেন। লক্ষ কোটি মানুষের সামনে, চিৎকার করে, একজন শিক্ষিত মহিলাকে যারপর নাই গালাগালি করবেন ওপর দিকে একটি রাজনৈতিক দলের ওপর মিথ্যা অপবাদ তুলবেন, আর আমরা চুপটি করে বসে থাকবো? তা হয়না হতে পারেনা। দিদি আমায় ক্ষমা করো। আমি মানবতার পূজারী, সত্যের সৈনিক। মৃত্যুকে আমি মোটেই ভয় করিনা। তাই সেদিন আমার ছবি টা ও সভা-কক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিলাম। যদি কোনদিন যমদূতের সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়, আমাকে চিনতে যেন তার ভুল না হয়। সত্যের মশাল হাতে আমি বিদ্যুত বেগে ছুটে চলবো পাড়ায় পাড়ায় মিথ্যার অবসান ঘটাতে। ভয় করোনা দিদি। এ পথের যাত্রী আমি একা নই। অসংখ্য নবীনরা সত্যের প্রদীপ হাতে ছুটে চলেছে দিগ-বিদিক। পাহাড় সম আধাঁরেরর ঢেউ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে তাদের পদাঘাতে। রক্তাক্ত হৃদয়ে যদি কোনদিন তোমার দ্বারে এসে দাঁড়াই, সেদিন স্নেহ ভরা মনে হয়তো বরণ করে নিয়ো, নয়তো ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দিয়ো, সে তোমার ইচ্ছে।

ইতি-

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড